No. of Printed Pages : 16 **MTT–002**

बांग्ला-हिन्दी अनुवाद में स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट

(पी.जी.सी.बी.एच.टी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2024

एम.टी.टी.–002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे अधिकतम अंक : 100

नोट : *सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं।*

---

1. निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर लगभग **300–300** शब्दों में दीजिए : 2×10=20

   (अ) हिन्दी और बांग्ला में वाक्यों की बनावट में कैसी भिन्नता होती है ? उदाहरण सहित समझाते हुए उनके अनुवाद में आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए।

(ब) विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी और बांग्ला शब्दों की समानता और असमानता का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए।

(स) ध्वनि, लिपि, वर्ण और वर्तनी के स्तर पर हिन्दी और बांग्ला में क्या असमानताएँ हैं ? उदाहरण सहित समझाइए।

(द) कथन शैली के आधार पर हिन्दी और बांग्ला भाषा में अनुवाद सम्बन्धी समस्याओं का उदाहरण देकर विश्लेषण कीजिए।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : 5

(a) দূষণ, (b) রসদ, (c) প্রতিবাদ, (d) যথেষ্ট, (e) প্রতিনিয়ত, (f) বৈরাগ্য, (g) গবেষণা, (h) দায়িত্ব, (i) মানবিকতা, (j) জনপ্রিয়

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

(i) आधा, (ii) खाली, (iii) फिर, (iv) उठिए, (v) आँगन, (vi) असाध्य, (vii) देरी, (viii) दोपहर, (ix) लगभग, (x) बहुत

4. निम्नलिखित हिन्दी मुहावरों में से किन्हीं **पाँच** के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : 5×3=15

(अ) छोटा मुँह बड़ी बात

(ब) रास्ते का पत्थर

(स) जान की बाजी लगाना

(द) बिजली टूट पड़ना

(य) बिन बादल बरसात

(र) ईद का चाँद होना

(ल) आँखों का तारा

(व) जली-कटी सुनाना

(श) घर का भेदी

(स) अक्ल का अंधा

(ह) गला फाड़कर रोना

5. निम्नलिखित में से किन्हीं **तीन** अनुच्छेदों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : 3×15=45

(a) তোমার ধারণা তুমি আমাকে চেনো। আসলে চেনো না। হয়তো ভাবছ আমি তোমার বন্ধু । না, তা-ও নই । আমি তোমার তত্ত্বাবধায়ক । তোমার ভালমন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব এখন থেকে আমার। মন দিয়ে শোনো।

এই চিঠির নিচে একসারি নাম দেখতে পাচ্ছো । সবার ওপরে রয়েছে । তোমার নামটা । তুমি যে আমার বাধ্য আছো তার ছোট্ট একটা প্রমাণ দিতে হবে। তারপর তোমার নামটা সারির ওপর থেকে কেটে পাশের তারকাচিহ্নের যে কোনও এককোণার ভেতরে লিখে দেবে। একবার তারকায় ঢুকে যেতে পারলে আর চিন্তা নেই, ওখানেই থাকবে তুমি, বেরোনোর প্রয়োজন হবে না।

সাবধানঃ আবার বলছি - তারকার কোণায় লিখবে, ভুলেও মাঝখানে নয়। তাহলে সেটাকে তোমার অবাধ্যতা ধরে নেব আমি। মারাত্মক বিপদে পড়বে। আমার কথামত কাজ সেরে তোমার পরের নামটা যার চিঠিটা তার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে কি করতে হবে সেই নির্দেশ পাবে টাইমস

পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতায় একটা বক্সের মধ্যে। তারকা চিহ্ন আঁকা থাকবে বিজ্ঞপ্তির ওপর। সুতরাং চিনতে অসুবিধে হবে না কোনটা তোমার জন্যে। অক্ষরগুলো সব উল্টোভাবে লেখা থাকবে - যেমন dog কে লেখা হবে god । ঠিকমত সাজিয়ে নিলেই পেয়ে যাবে আসল বাক্যটা। চিঠি পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে অবশ্যই তোমাকে তোমার বাধ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

তালিকায় বাকি যাদের নাম আছে ইচ্ছে করলে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারো। বাধা নেই। আমার ধারণা, আমার মতই ওরাও তোমার বন্ধু নয়, মুখে যতই বন্ধু বন্ধু করুক। তালিকার বাইরে কারও সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ করবে না। যদি করো, রেগে যাব আমি।

একটা কথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখো, তোমাদের গোপন কথাটা আমি জানি। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। পুলিশকে জানাতে যাবো না।

আমার কথার অবাধ্য হলে মারাত্মক পরিণতি অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে। ভয়ঙ্করভাবে মৃত্যু ঘটবে তোমার।

- তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।

(b) সন্ধ্যাবেলা ইয়ার্ডের ওয়ার্কশপে বসে আড্ডা দিচ্ছে তিন গোয়েন্দা। ক্যামেরা নিয়ে। আলোচনা হচ্ছে ইনফ্রারেড ক্যামেরা। ওরকম একটা ক্যামেরা এই জন্মদিনে উপহার পেয়েছে মুসা। সামনের টেবিলে পড়ে আছে। কাজে লাগাতে পারছে না বলে তার খুব দুঃখ।

এই সময় ফোন বাজল । অলস ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল কিশোর। হালো ?

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড?

হ্যাঁ ।

কে, কিশোর? আমি ভিকটর সাইমন ।

মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল কিশোর। নিশ্চয় কোন কেস । ও, আপনি, স্যার? কি খবর?

ভাল। তোমাদের খবর কি? ব্যস্ত?

নাহ । কাজকর্ম কিছু নেই। বসে বসে ঝিমুচ্ছি ।

ভালই হলো। ওয়াল্ট ক্লিঙ্গলস্মিথ নামে এক ভদ্রলোক আমার সামনে। বসে আছেন। ব্যবসায়ী। কারখানার মালিক। একটা বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু আমার এখন মোটেও সময় নেই।

তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। দেখো, কোন সাহায্য করতে পারো কিনা?

বিপদটা কি, স্যার?

মিস্টার স্মিথকে পাঠাচ্ছি। তার কাছেই শুনো।

এখনই পাঠাবেন?

আচ্ছা, পাঠান। আমরা তিনজনেই আছি।

দ্বিধা করে বললেন সাইমন, আরেকটা কথা। চোখ-কান একটু খোলা রেখো। ক্লিঙ্গলস্মিথের সন্দেহ, তার পেছনে লোক লেগে আছে। ইয়ার্ডেও গিয়ে হাজির হতে পারে ওরা। সাবধান থাকবে।

(c) এই যে দেশময় ইতিহাস-চর্চার একটা প্রবৃত্তি জাগরুক হইয়াছে, এই যে কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছোট গল্পকে বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে' এ সুখবর যদি সত্য হয়, তবে জাতীয় মনের এই বিকাশ সম্বন্ধে সাহিত্য নেতা ও পরিষৎগুলির এক গুরুতর কর্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বেশীদিন অবহেলা করিলে চলিবে না। আমাদের কর্তব্য এই নব জাগ্রত ইতিহাস-সেবার চেষ্টাকে সমবায় সূত্রে বাঁধি, এই উদ্যমকে উপদেশ দ্বারা সংযত ও উচিত পথে চালিত করি, যেন বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যয়

না হয়, যেন শ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন হয়, যেন যন্ত্রের বা প্রণালীর দোষে ঐতিহাসিক কারিগরের প্রস্তুত দ্রব্যগুলি অঙ্গহীন বা ভঙ্গুর আকার ধারণ না করে । সুধী-মন্ডলীই এই কাজ করিতে পারেন। ব্যক্তি বিশেষ একাকী এই কাজ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহার অধিকারও সাধারণে স্বীকার না করিতে পারে। সকলেই জানেন যে, কারিগর যেরূপ যন্ত্র হাতে পায় এবং যেরূপ প্রণালীতে কাজ করে, তাহার প্রস্তুত দ্রব্যও তেমনি হয়। মহামেধাবীর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের ফলও যন্ত্রের দোষে বিশ্রী ও আশ্চর্য্যকর হয়। আর উচিত প্রণালী অবলম্বন না করিলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইতিহাস-চর্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা। দেশকালভেদে বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্য্যকর, এবং সর্ব্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি জাতীয়তার অভিমানে মত্ত হইয়া, এই প্রথা নব্য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি, তবে আমাদেরই ক্ষতি হইবে। জগৎ অগ্রসর হইবে; শুধু আমরা মধ্যযুগে পড়িয়া থাকিব।

আমাদের রচিত ইতিহাস বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ হইবে; এবং বিদেশীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেছেন, তাহাই সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া কিছু দিন পরে আমাদের প্রাচীন ধরনের ঐতিহাসিক জল্পনা-কল্পনাকে পরাস্ত করিবেই করিবে। কারণ, ঋষিবাক্য মনে রাখিবেন, - "সত্যই জয়লাভ করে, অসত্য করে না।"

(d) তা নতুন নতুন ঘটনা তো ঘটবেই। বারোটা পরিবার! একটা দু'টো তিনটে ক'রে প্রায় সকলের সংসারেই ঘটনা ঘটছে রোজ, দিবারাত্র, চব্বিশ ঘন্টা। কিছুই অঘটন না ঘটিয়ে সুখে পেটভরে ভাত খাবে, হাওয়া খাবে, গল্প করবে, সেই সোনার যুগ পৃথিবীতে কোনদিনই ছিল না। এখন এসব অঘটনকে লোকে বাড়াবাড়ি ক'রে দেখছে খামকা।

পরম নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা, শান্তি ও অনন্ত সুখ স্বর্গেই সম্ভব মাটির পৃথিবীতে নেই,থাকবেও না।

আর কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কত বড় ঘটনা হয়।

এক ঘরের ঘটনা তিন ঘরকে জড়িয়ে ধরে। যে রাতে রুচি এ বাড়িতে এল, সেই রাত্রেই ঘটল একটা।

শেখর ডাক্তারের ঘরে।

কি, না রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শেখর ডাক্তারের স্ত্রী প্রভাতকণা বড় মেয়ের মনের ইচ্ছাটা জানতে পারল। কি, না টেলিফোনে চাকরি করবার মতলব করেছে সুনীতি ।

শুনেই প্রভাতকণা সাঁই সাঁই করে উঠল ।

আর ডাক্তারনীর চীৎকার একবার আরম্ভ হলে থামতে চায় না। একটু আগে বলছিল কে গুপ্ত। এ বাড়ির ছোট-বড় সবাই জানে।

সুনীতি গত বছর ম্যাট্রিক পাস করেছে। বিয়ের আলাপ এসে গেছে এর মধ্যে দু'তিনটা। এই জন্যও শেখর ডাক্তার একটু ব্যস্ত। একটু তাড়াতাড়ি চাইছিলেন জায়গাটা পাল্টাতে, যদি শহরের দিকে, টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ না হোক, অন্তত গড়পার বাগবাজারের দিকেও চলে যেতে পারতেন তো অ্যাসোসিয়েশনটা ভালো পেতেন, হয়ত পসারও জমত ভাল। রাজসাহী থেকে এসে রাজেন ঘোষাল, কি এক সূত্রে শেখর তরফদারের মামাতো ভাই, প্রায় দেড় বছরের প্রাক্টিসেই গাড়ি-বাড়ি করে ফেলল। বসেছিল দর্জিপাড়ায়। ঘিঞ্জি হলেও কত ভাল সেসব জায়গা। কত বড় ঘরের মানুষ থাকে। এ কি আর

এই বস্তি! ধুলো, মশা, মাছি, নর্দমার পচা গন্ধ শোঁকা মানুষ।

এদের অসুখ হলেও পয়সা খরচ করতে চায় না। তা ছাড়া পয়সা নেই দলের বেশিরভাগ। পয়সা এবং হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ে, অন্তত ভাল জায়গায় গিয়ে না বসা পর্যন্ত ভাল ছেলে পাওয়া যাবে না। বেলেঘাটায় ভাল ছেলে নেই, শেখর এবং প্রভাতকণা দুজনেই মর্মে মর্মে টের পেয়েছিল।

(e) পরের দিন সকালবেলাই মধুসূদনের রোয়াকে বিরাট জটলা বসলো। দুনিকাকা এসেছে, মধুসূদনের বড়দা এসেছে, পঙ্কাদা, দলের সবাই হাজির, সবারই মুখ গম্ভীর।

দুনিকাকা খবরের কাগজটা নিয়ে আর ছাড়তে চায় না। বললে - এবার আর রক্ষে রাখবে না মাইরি, এবার আগুন জ্বলবে - দেখে নিস্ - উঃ - কি সাংঘাতিক -

অন্য কারো মুখে কথা নেই। দীপঙ্কর উঁকি মেরে দেখলে - খবরের কাগজের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে - ডালহৌসী স্কোয়ারে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত। মিস্টার টেগার্ট অল্পের জন্য বাঁচিয়া

গিয়াছেন। বোমা নিক্ষেপকারী বলিয়া বর্ণিত অনুজা সেন গুরুতররূপে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এ সম্পর্কে ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বসুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সে এক অদ্ভুত যুগ । মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের তখন প্রথম ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। পাড়ায় পাড়ায় জটলা হয় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। অঢেল সময়। চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে বসে থাকে ছেলেরা। গল্প করে, গালাগালি দেয়, আর স্বপ্ন দেখে। আর ওদিকে আর এক দল অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে ষড়যন্ত্র করে। সমস্ত বাংলাদেশ যেন আগুন হয়ে উঠেছে। পুলিশ যেন হন্যে হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজ খুললেই কেবল বোমা আর পিস্তল। বাপ্-মায়েরা ছেলেদের সাবধান করে দেয় । মাস্টার সাবধান করে ছাত্রকে। প্রতিবেশীরা সাবধান করে দেয় প্রতিবেশীকে। এক একটা খবর বেরোয় আর সমস্ত লোক যেন চমকে উঠে।সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজে মুখ দিয়ে পড়ে থাকে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন। হিজলীর হত্যাকান্ড। যতীন দাস। রোজ একটা না একটা লেগেই আছে। আই-জি লোম্যান হত্যা, রাইটার্স বিল্ডিং-এ কর্নেল সিমসনের উপর গুলি -

6. निम्नलिखित में से **किसी** एक अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 1×10=10

(अ) प्रयाग के सुशिक्षित समाज में पंडित देवरत्न शर्मा वास्तव में एक रत्न थे। शिक्षा भी उन्होंने उच्च श्रेणी की पाई थी और कुल के भी उच्च थे। न्यायशीला गवर्नमेंट ने उन्हें एक उच्च पद पर नियुक्त करना चाहा, पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का घात करना उचित न समझा। उनके कई शुभचिंतक मित्रों ने बहुत समझाया कि इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो, सरकारी नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े-बड़े लोग इसके लिए तरसते हैं और कामना लिए ही संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। अपने कुल की कीर्ति उज्ज्वल करने का इससे सुगम और मार्ग नहीं है, इसे कल्पवृक्ष समझो। वैभव, सम्पत्ति, सम्मान और ख्याति यह सब इसके दास हैं। रह गई देश-सेवा, सो तुम्हीं देश के लिए क्यों प्राण देते हो। इस नगर में अनेक बड़े-बड़े विद्वान और धनवान पुरुष

हैं, जो सुख–चैन से बँगलों में रहते और मोटरों पर हरहराते, धूल की आँधी उड़ाते घूमते हैं। क्या वे लोग देश–सेवक नहीं हैं ? जब आवश्यकता होती है या कोई अवसर आता है तो वे देश–सेवा में निमग्न हो जाते हैं। अभी जब म्युनिसिपल चुनाव का झगड़ा छिड़ा तो मेयोहाल के हाते में मोटरों का ताँता लगा हुआ था। भवन के भीतर राष्ट्रीय गीतों और व्याख्यानों की भरमार थी। पर इनमें से कौन ऐसा है, जिसने स्वार्थ को तिजांजलि दे रखी हो ? संसार का नियम ही है कि पहले घर में दीया जलाकर तब मस्जिद में जलाया जाता है। सच्ची बात तो यह है कि यह जातीयता की चर्चा कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों को ही शोभा देती है। जब संसार में प्रवेश हुआ तो कहाँ की जाति और कहाँ की जातीय चर्चा। संसार की यही रीति है। फिर तुम्हीं को काज़ी बनने की क्या जरूरत! यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी पद पाकर मनुष्य अपने

देश–भाइयों की जैसी सच्ची सेवा कर सकता है, वैसी किसी अन्य व्यवस्था से कदापि नहीं कर सकता।

(ब) आदिकाल से तात्पर्य उस कालखंड से है, जिसमें प्रागैतिहासिक से लेकर रामायणकाल तक के लोक विश्वासों के उद्‌भव और विकास का सम्पूर्ण लेखा–जोखा आ जाता है। इस युग में बुंदेलखण्ड आदिवासी लोकसंस्कृति का पालना रहा है। यहाँ पुलिंद, निषाद, शबर, रामठ, राउत और उनके बाद गोंड़, कोल, भील, सहारिया जैसी जनजातियाँ मूल निवासी होने के कारण आदिकालीन लोक विश्वासों को ढालने में प्रमुख रहीं। रामायणकाल के अंत में आर्यों के लोक विश्वास आश्रमों से निकलकर बाहर आए और उन्होंने लोक को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसलिए यह युग इस अंचल में आदिवासियों के लोक विश्वासों का युग है। प्रागैतिहासिक लोक विश्वासों का अध्ययन गुहाचित्रों के आधार पर

संभव है। छतरपुर (जटाशंकर, भीमकुंड, देवरा, किशुनगढ़), पन्ना (बराछ), इटवा, मझपहराटपकनिया, हाथीदौल, पुतरयाऊ घाटी, कल्याणपुर-बिलाड़ी, सागर (आबचंद, नरयावली, भापेल, बरोदा), रायसेन, (बरखेड़ा, खरवई, हाथीटोल, पुतलीकरार और होशंगाबाद (आदमगढ़, पंचमढ़ी) में स्थित शैलाश्रयों में प्राप्त चित्रों से स्पष्ट है कि उस समय पशु, आयुध, शिकार और आमोद सम्बन्धी विश्वासों का विकास हुआ था और प्रमोद प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित थे। शिकार मुख्य आजीविका थी, इसलिए पशुओं का सामना, भोजन और उसके बाद गीत सब समूह में किए जाते थे। नि–नृत्य–श्चित है कि 'सहकारिता' का विश्वास प्रधान रहा और साथ ही हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए शारीरिक वीरता का भी।

× × × × × × ×